আলোকচিত্রে তিন মহাজীবন - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

কেবল আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের নিরিখে নয়, এই দেশের সর্বকালের ইতিহাসে এবং বিশ্ব ইতিহাসেও তিনজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবন ও কার্যাবলী আলোকচিত্রের মাধ্যমে এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর অবদান অবিস্মরণীয় এবং চিরকালীন। স্বদেশপ্রেমের নিরিখে সমগ্র বিশ্বে নেতাজী একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক ও দেশনায়ক হিসাবে বন্দিত। আলোকচিত্রগুলি বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং এই প্রদর্শনীটি এই তিন বিশ্বপথিকের স্মৃতির প্রতি সংগ্রহালয়ের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

THREE GREAT PERSONALITIES IN PHOTOGRAPHS - GURUDEV RABINDRANATH TAGORE, MAHATMA GANDHI AND NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE

In this exhibition the lives of three great personalities of all times not only in the History of India but in the History of the World, has been depicted by means of photographs. In the history of the entire human civilization, the contributions of Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi are immortal and eternal. In terms of patriotism Netaji Subhas Chandra Bose is one of the bravest and most revered sons of our Motherland. The photographs displayed here are from the collection of Gandhi Smarak Sangrahalaya, Barrackpore and this exhibition is an attempt to pay a humble tribute to these three great personalities.

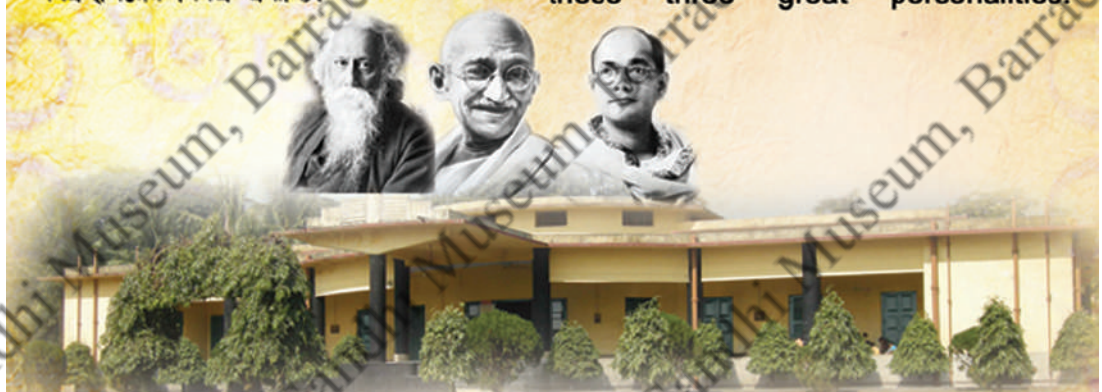

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বর্ণিত অত্যাশ্চর্য মহামানব মাহাত্মা গান্ধী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে ও তাঁর জীবন, কার্যাবলী, কার্যক্রম ও দর্শন সর্বস্তরের মানুষকে সহজ, যুক্তিপূর্ণ, সৎ ও পরার্থে নিয়োজিত জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করবে এই আগ্রহে ১৯৬১ সালের শেষ লগ্নে গঙ্গাতীরে শান্ত সবুজের সমারোহে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলে এই সংগ্রহালয় স্থাপিত হয়। গান্ধী-জীবন ও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কিত প্রায় আটশত গ্রামাণ্য আলোকচিত্র ছাড়াও গান্ধীজীর ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য, মৌলিক চিঠিপত্র, ওঁর লেখা রিশহাজার চিঠির ফটোকপি, গান্ধী-জীবনের উপর একাশি ফুট দেওয়াল চিত্র, ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, গান্ধী সম্পর্কিত গ্রামাণ্য চলচ্চিত্র, টেপ রেকর্ডে গৃহীত মনীষীদের গান্ধী সম্পর্কে স্মৃতিকথা, মহামানবের কণ্ঠস্বর ও স্বদেশী গানের এক আকর্ষণীয় সংগ্রহ এই সংগ্রহালয়ের অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও প্রায় এগারো হাজার পুস্তক সম্বলিত অতি মূল্যবান গ্রন্থাগার ও গবেষণার অন্যান্য বিষয়বস্তু এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। সংগ্রহালয় বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম সংগঠিত করে থাকে এবং সপ্তাহে বুধবার ব্যতিরেকে প্রত্যহ ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

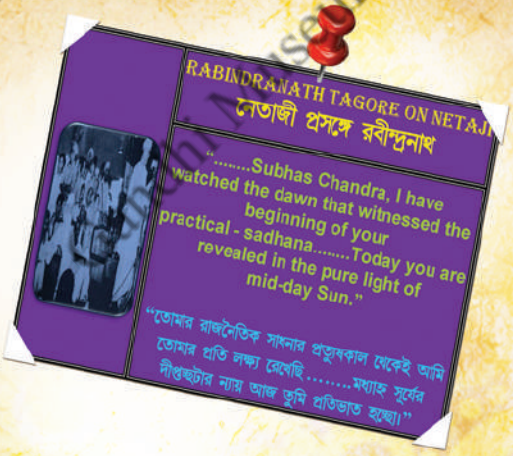

THE MAHATMA AND THE NETAJI

Two of the greatest charismatic leaders history could produce, Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Basu had a unique relationship between themselves. Similarities and dissimilarities could be marked in their ideas and methods, but their personal relationship was one of mutual love and regard, for which Gandhi had no hesitation in declaring "Netaji was like a son to me" and Netaji could proclaim 'Mahatmaji' as the 'Father of the Nation' and Kasturba Gandhi as the "Mother to the Indian people".

মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ইতিহাসের দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রবল জনচিত্ত আকর্ষণকারী নেতা মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অনন্য। মত ও পথের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য থাকলেও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ভালবাসা ও শ্রদ্ধার, যার ফলে গান্ধীজীর যেমন নেতাজীকে "আমার পুত্রের ন্যায়" বলে ঘোষণা করতে কোন ইতস্ততঃ বোধ হয়নি তেমনি নেতাজীও গান্ধীজীকে "জাতির জনক" এবং কস্তুরবা গান্ধীকে "ভারতীয় জনগণের মাতা" রূপে ঘোষণা করতে কোন দ্বিধা হয়নি।

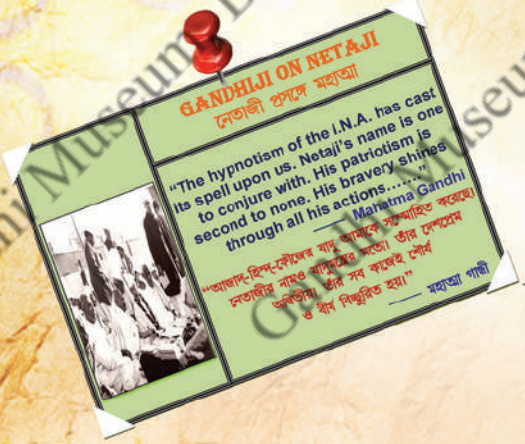

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

প্রথম জীবন

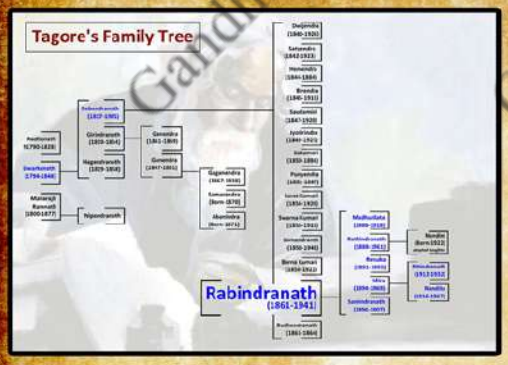

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের অভিজাত ঠাকুর পরিবারে। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের ছিল অগাধ ঐশ্বর্য ও রাজকীয় জীবনযাপন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন তাঁর আভিজাত্যের কারণে তিনি সমাজে প্রিন্স নামে জনপ্রিয় হয়েছিলেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্র নাথ। তাঁর সততা, চারিত্রিক শক্তি ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য তিনি মহর্ষি হিসেবে খ্যাত ছিলেন। এই পরিবারেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে (২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) জন্ম নিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ও সারদা দেবীর চতুর্দ্দশতম সন্তান রবীন্দ্রনাথ। অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ছোট রবির জীবন ছিল অতি সাধারণ। মায়ের আদর পেতেন বড়ই অল্প। দিন কাটতো পরিচারকদের তত্ত্বাবধানে গৃহবন্দী হয়ে। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বলতে ছিল একটি জানলা যা দিয়ে বালক রবীন্দ্রনাথ বাইরের প্রকৃতি ও মানুষজনকে পর্যবেক্ষণ করতেন। শৈশবে রবীন্দ্রনাথ কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্ম্যাল স্কুল, বেঙ্গল অ্যাকাডেমি এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে কিছুদিন করে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষায় অনাগ্রহী হওয়ায় বাড়তেই গৃহশিক্ষক রেখেই তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মসূত্রে তাঁর সাথে ইংল্যান্ড যাত্রা করলেন। সেখানে গিয়ে প্রথমে ব্রাইটনের একটি বিদ্যালয়ে এবং পরবর্তীকালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন তিনি অধ্যয়ন করেন। এখান থেকেই ইংরেজ সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু চিঠি তিনি কলকাতায় পাঠাতেন যা তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বারা সম্পাদিত ভারতী পত্রিকাতে ইউরোপ প্রবাসীর পত্র নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হোত। রবীন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডে ছিলেন মাত্র দেড় বছর। তবে এই দেড় বছরেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ঘটে যার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর বিবিধ সৃষ্টিকর্মে।

পিতামহ - প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি

পিতা - মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এগারো বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ, ১৮৭২

মাতা - সারদা দেবী

সায়াহ্নে পরিচারকদের দ্বারা রামায়ণ পাঠ

সেন্ট্ জেভিয়ার্স কলেজিয়েট বিদ্যালয়, ১৮৭৫

এস. এস. পুণা জাহাজে ইংল্যান্ড যাত্রা, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮

ইংল্যান্ডের ব্রাইটনের আবাসিক বিদ্যালয়

Gandhi Museum, Barrackpore

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন

রবীন্দ্রনাথ ও নববিবাহিতা স্ত্রী মৃণালিনী দেবী

১৮৮৬ সালে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী এবং
জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতা (বেলা)-র সঙ্গে

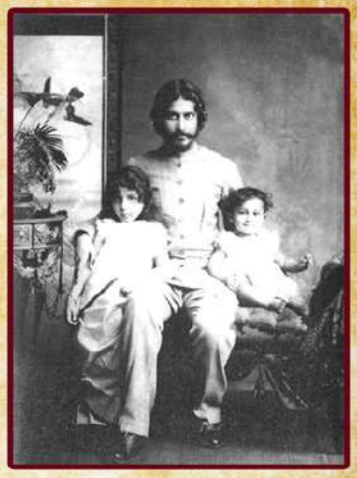

কন্যা বেলা ও পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের পুত্র এবং কন্যারা - শমীন্দ্রনাথ, বেলা, রেণুকা ও মীরা

১৮৮৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর (২৪শে অগ্রহায়ন, ১২৯০ বঙ্গাব্দ) ঠাকুরবাড়ির অধস্তন কর্মচারী বেণীমাধব রায়চৌধুরীর কন্যা ভবতারিণীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহিত জীবনে ভবতারিণীর নামকরণ হয়েছিল মৃণালিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনীর সন্তান ছিলেন পাঁচ জন - মাধুরীলতা, রথীন্দ্রনাথ, রেণুকা, মীরা এবং শমীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই রেণুকা ও শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। ১৮৯১ সাল থেকে পিতার আদেশে নদিয়া (নদিয়ার উক্ত অংশটি অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা), পাবনা ও রাজশাহী জেলা এবং উড়িষ্যার জমিদারিগুলির তদারকি শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। কুষ্টিয়ার শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছিলেন। জমিদার রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 'পদ্মা' নামে একটি বিলাসবহুল পারিবারিক বজরায় চড়ে প্রজাবর্গের কাছে খাজনা আদায় ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে যেতেন। গ্রামবাসীরাও তাঁর সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করত।

শিলাইদহে জমিদারির কাজে কর্মরত

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি

শিলাইদহের পথে - 'পদ্মা' বোটে

শিলাইদহে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন

Gandhi Museum, Barrackpore

সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ

ঠাকুরবাড়ীতে সবসময়ই বিরাজ করত এক সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। পরিবারের সবাই ছিলেন কোনো না কোনো একটি বা একাধিক বিষয়ে পারদর্শী। এই আবহাওয়া বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভাকে বিকশিত করে তুলতে সাহায্য করেছিল। ১৮৭৭ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়। এগুলি হল মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা', 'ভানুসিংহের পদাবলী' এবং 'ভিখারিনী' ও 'করুণা' নামে দুটি গল্প। এর মধ্যে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাগুলি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীর অনুকরণে ভানুসিংহ ভণিতায় রচিত। রবীন্দ্রনাথের 'ভিখারিনী' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোট গল্প। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ তথা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কবিকাহিনী'। এছাড়া এই পর্বে তিনি রচনা করেছিলেন 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) কাব্যগ্রন্থটি। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

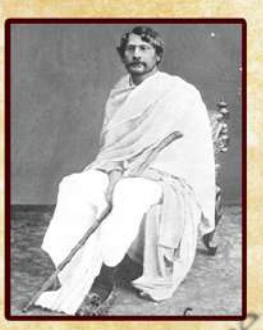

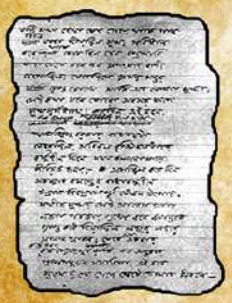

ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শেকস্পিয়র ও অন্যান্য ইংরেজ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে। এই সময় তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন বিলিজিওঁ মেদিচি, কোরিওলেনাস এবং অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা। এইসময় তাঁর ইংল্যান্ড বাসের অভিজ্ঞতার কথা 'ভারতী' পত্রিকায় পত্রাকারে পাঠাতেন রবীন্দ্রনাথ। উক্ত পত্রিকায় এই লেখাগুলি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনা সহ প্রকাশিত হত ইউরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্রধারা নামে। ১৮৮১ সালে এই পত্রাবলী 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য গ্রন্থ তথা চলিত ভাষায় লেখা প্রথম গ্রন্থ।

১৮৯০ সালে রবীন্দ্রনাথের অপর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মানসী প্রকাশিত হয়। কুড়ি থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তাঁর আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ও গীত সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলি হোল 'প্রভাত সঙ্গীত', 'শৈশব সঙ্গীত', 'রবিচ্ছায়া', 'কড়ি ও কোমল', ইত্যাদি। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত নিজের সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের বেশকিছু উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্য জীবনের এই পর্যায়টি 'সাধনা পর্যায়' নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ গ্রন্থের প্রথম চুরাশিটি গল্পের অর্দ্ধেকই এই পর্যায়ের রচনা। এই ছোট গল্পগুলিতে তিনি বঙ্গদেশের জনজীবনের এক আবেগময় ও শ্রেষ্মাতক চিত্র এঁকেছিলেন।

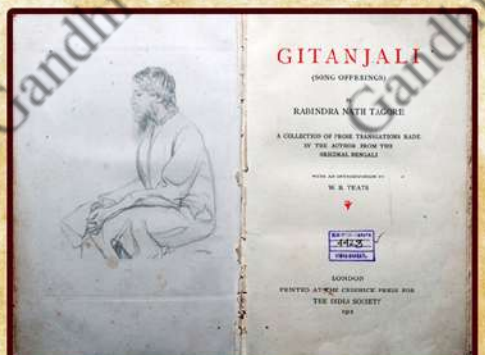

১৯০১ সালে নৈবেদ্য ও ১৯০৬ সালে খেয়া কাব্যগ্রন্থের পর ১৯১০ সালে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলী প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলী (ইংরাজী অনুবাদ, ১৯১২) কাব্যগ্রন্থে ইংরাজী অনুবাদের জন্য সুইডিশ অ্যাকাডেমী রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রেরণ করে। ১৯১৫ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে স্যার (নাইটহুড) উপাধি দেয়।

জীবনের শেষ দশকে (১৯৩২ - ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের মোট পঞ্চাশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সময়কালের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'শ্যামলী' ও 'পত্রপুট' (১৯৩৬)। জীবনের এই পর্বে সাহিত্যে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তবে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল হোল তাঁর একাধিক গদ্যগীতিকা ও নৃত্যনাট্য - 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা' ও 'চন্ডালিকা' (১৯৩৯) নৃত্যনাট্য ত্রয়ী। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাসও - 'দুই বোন' (১৯৩৩), 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) এই পর্বে রচনা করেছিলেন।

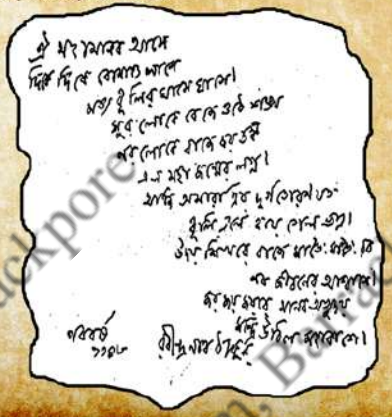

এর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শেষ বছর গুলিতে বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধসংকলন 'বিশ্ব পরিচয়'। এই গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলি সরল বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করছিলেন। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যেও। 'সে' (১৯৩৭), 'তিন সঙ্গী' (১৯৪০) ও 'গল্পসল্প' (১৯৪১) গল্প সংকলন তিনটিতে তাঁর বিজ্ঞানী চরিত্র কেন্দ্রিক একাধিক গল্প সংকলিত হয়েছে।

রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক দর্শন অত্যন্ত জটিল। তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন করতেন। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জবীনের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কবিতার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তিনি নাইটহুড বর্জন করেন। নাইটহুড প্রত্যাখান-পত্রে লর্ড চেমসফোর্ডকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন - *"আমার এই প্রতিবাদ আমার আতঙ্কিত দেশবাসীকে মৌনমন্ত্রণার অভিব্যক্তি"।*

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য আশ্রম - প্রথম পর্যায়ের ছাত্রবৃন্দ

গুরুদেবের অন্যতম বাসগৃহ শ্যামলী

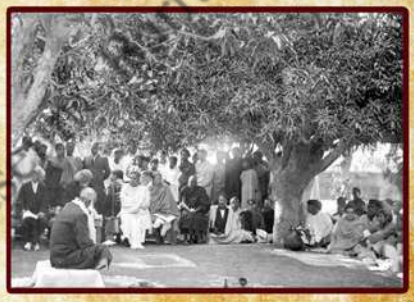

১৯২১ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা

১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহ ছেড়ে চলে আসেন বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উপকণ্ঠে শান্তিনিকেতনে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৮৮ সালে একটি আশ্রম ও ১৮৯১ সালে একটি ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আশ্রমের আমকুঞ্জ উদ্যানে একটি গ্রন্থাগার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ চালু করলেন ব্রহ্মবিদ্যালয় বা ব্রহ্মচর্যাশ্র নামে একটি পরীক্ষামূলক স্কুল।

১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে অদূরে সুদূর গ্রামে মার্কিন কৃষি অর্থনীতিবিদ্ লেনার্ড নাইট এলমহার্স্ট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শান্তিনিকেতনের আরো কয়েকজন শিক্ষক ও জ্ঞানের সহায়াতায় রবীন্দ্রনাথ পল্লী সংগঠন কেন্দ্র নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উন্নতি সাধন, ম্যালেরিয়া এবং রোগ নিবারণ, সমবায় প্রথায় ধর্মগোলা স্থাপন, চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'শ্রীনিকেতন'।

শান্তিনিকেতন আশ্রমকে দেশ ও ভূগোলের গন্ডীর বাইরে বের করে ভারত ও বিশ্বকে একসূত্রে বেঁধে একটি বিশ্ব শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাও এই সময়েই গ্রহণ করেছিলেন কবি। ১৯১৮ সালে ২২শে অক্টোবর 'বিশ্বভারতী' নামাঙ্কিত তাঁর এই বিদ্যালয়ের শিলান্যাস করা হয়েছিল। এরপর ১৯২২ সালের ২২শে ডিসেম্বর উদ্বোধন হয়েছিল এই বিদ্যালয়ের। বিশ্বভারতীতে কবি সনাতন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য ও গুরুপ্রথার পুনর্প্রবর্তন করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তিনি। নোবেল পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসাবে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থ তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন এই বিদ্যালয় পরিচালন খাতে। নিজেও শান্তিনিকেতনের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হিসাবেও অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন তিনি। সকল ছাত্রদের ক্লাস নিতেন এবং বিকেল ও সন্ধ্যায় তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করতেন।

শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির মাঝে শিক্ষাদান

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের ফুটবল দল

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

দীনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত শিক্ষা

Gandhi Museum, Barrackpore

বিশ্বের দরবারে রবীন্দ্রনাথ

লন্ডনে রথেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ১৯১২

রবীন্দ্রনাথ পিয়ারসন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে টোকিওতে

জাপানে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬

জার্মানীর একটি রেলস্টেশনে

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মোট ১২ বার বিশ্বভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন। ১৮৭৮ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে তিনি পাঁচটি মহাদেশের ৩০টিরও বেশী দেশভ্রমণ করেন। প্রথম জীবনে দুইবার (১৮৭৮ ও ১৮৯০ সালে) তিনি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে ব্যক্তিগত চিকিৎসার জন্য তৃতীয়বার ইংল্যান্ডে গিয়ে ইয়েটস্ সহ প্রমুখ কয়েকজন ইংরেজ কবি ও বুদ্ধিজীবিদের কাছে সদ্য রচিত গীতাঞ্জলি কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করে শোনান। কবিতাগুলি শুনে তাঁরাও মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে সুইডিস অ্যাকাডেমি তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করে।

১৯১৬-১৭ সালে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কতগুলি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি সংকলিত হয় তাঁর '*ন্যাশনালিসম*' (১৯১৭) গ্রন্থে।

১৯২০-২১ সালে আবার ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান কবি। এই সফরের সময় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে তিনি সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ যান চীন সফরে। এরপর চীন থেকে জাপানে গিয়ে সেখানেও জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তৃতা দেন কবি।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে পেরু ভ্রমণের আমন্ত্রণে সেদেশে যাবার পথে আর্জেন্টিনায় অসুস্থ হয়ে কবি ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যে তিন মাস কাটান। স্বাস্থ্যের কারণে পেরু ভ্রমণ তিনি স্থগিত করে দেন। পরে পেরু ও মেক্সিকো উভয় দেশের সরকারই বিশ্বভারতীকে ১,০০,০০০ মার্কিন ডলার অর্থসাহায্য প্রদান করেছিলেন।

১৯২৬ সালে বেনিতো মুসোলিনির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইতালি সফরে গিয়েছিলেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ গ্রিস, তুরস্ক ও মিশর ভ্রমন করে ভারতে ফিরে আসেন।

১৯২৭ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ চার সঙ্গীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া সফরে। এই সময় তিনি ভ্রমণ করেন বালি,জাভা, কোয়ালালামপুর, মালাক্কা, পেনাং, সিয়াম ও সিঙ্গাপুর।

১৯৩০ সালে কবি শেষবার ইংল্যান্ডে যান অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। এরপর তিনি ভ্রমণ করেন ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েতে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

১৯৩২ সালে ইরাক ও পারস্য ভ্রমণে গিয়েছিলেন কবি। ১৯৩৪ সালে সিংহলে যান রবীন্দ্রনাথ। এটাই ছিল তাঁর সর্বশেষ বিদেশ সফর।

রবীন্দ্রনাথ যে সকল বইতে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখেন, সেগুলি হল - '*য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র*' (১৮৮১), '*য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ার*' (১৮৯১-৯৩), '*জাপান-যাত্রী*' (১৯১৯), '*যাত্রী*' (১৯২৯), '*রাশিয়ার চিঠি*' (১৯৩১), '*পারস্যে*' (১৯৩৬) ও '*পথের সঞ্চয়ে*' (১৯৩৯)। ব্যাপক বিশ্ব ভ্রমণের ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক অরি বের্গসঁ, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, রবার্ট ফ্রস্ট, টমাস মান, জর্জ বার্নার্ড শ, মোহনদাস গান্ধী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন।

বিশ্ব পরিক্রমার ফলে ভারতের বাইরে নিজের রচনাকে পরিচিত করে তোলার এবং বহিঃ বিশ্বের সঙ্গে রাজনৈতিক মত বিনিময়ের সুযোগও পেয়েছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

চীনদেশে রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৪

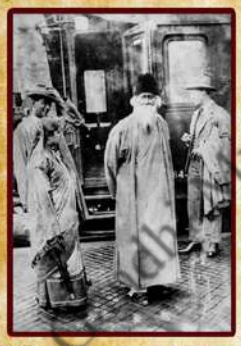

রাণী প্রশান্তর সঙ্গে ডেনমার্কে রবীন্দ্রনাথ

আর্জেন্টিনায় ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে, ১৯২৪

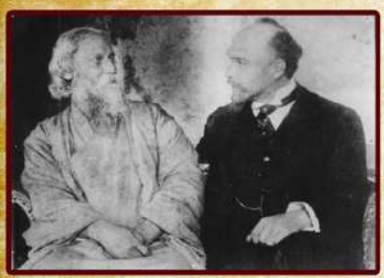

জার্মানীতে প্রখ্যাত দার্শনিক কাইজার লিঙ্ক-এর সঙ্গে

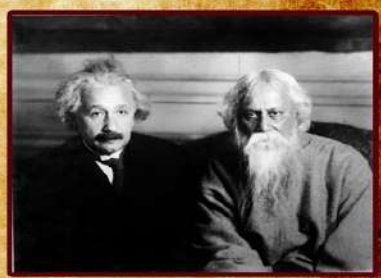

অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩০

জার্মানীতে প্রখ্যাত দার্শনিক কাইজার লিঙ্ক-এর সঙ্গে

নিউইয়র্কে হেলেন কেলার এর সঙ্গে, ১৯৩০

ইরানে, ১৯৩২

নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধারে ছিলেন নাট্যকার ও নাট্যাভিনেতা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক নাট্যমঞ্চে মাত্র ষোলো বছর বয়সে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত '*হঠাৎ নবাব*' নাটকে ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই '*অলীকবাবু*' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৮৮১ সালে তাঁর প্রথম গীতিনাট্য '*বাল্মীকি-প্রতিভা*' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে তিনি ঋষি বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৮৮২ সালে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে '*কালমৃগয়া*' নামে আরো একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন। এই নাটক মঞ্চায়নের সময় তিনি অন্ধমুনির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

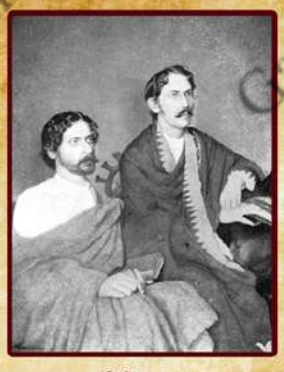

দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে

গীতিনাট্য রচনার পর রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শেক্সপিয়রীয় পঞ্চাঙ্ক রীতিতে রচিত তাঁর '*রাজা ও রাণী*' (১৮৮৯), '*বিসর্জন*' (১৮৯০) বহুবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় এবং তিনি নিজে এই নাটকগুলিতে অভিনয়ও করেন। ১৮৮৯ সালে রাজা ও রাণী নাটকে বিক্রমদেবের ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। বিসর্জন নাটকটি দুটি ভিন্ন সময়ে মঞ্চায়িত করেছিলেন তিনি। ১৮৯০ সালের মঞ্চায়নের সময় যুবক রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ রঘুপতির ভূমিকায় এবং ১৯২৩ সালের মঞ্চায়নের সময় বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ যুবক জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কাব্যনাট্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল '*চিত্রাঙ্গদা*' (১৮৯২) ও '*মালিনী*' (১৮৯৬)।

'*বাল্মীকি প্রতিভা*' নাটকে ইন্দিরা দেবীর সাথে অভিনয়রত

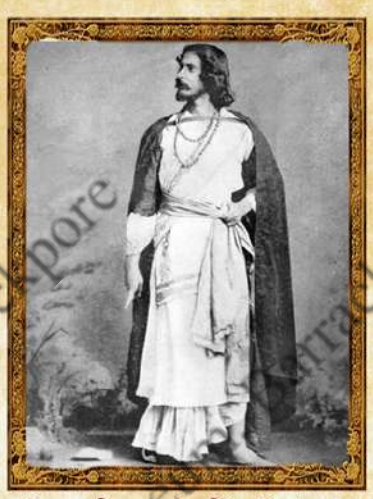

অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ - '*বাল্মীকি প্রতিভা*', ১৮৮০

'*বিসর্জন*' নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয়রত

কাব্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ প্রহসন রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই পর্বে প্রকাশিত হয় '*গোড়ায় গলদ*' (১৮৯২), '*বৈকুণ্ঠের খাতা*' (১৮৯৭), '*হাস্য কৌতুক*' (১৯০৭) ও '*ব্যঙ্গ কৌতুক*' (১৯০৭)। বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকে রবীন্দ্রনাথ কেদারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি '*প্রজাপতির নির্বন্ধ*' উপন্যাসটিকেও '*চির-কুমার সভা*' নামে একটি প্রহসন মূলক নাটকের রূপ দেন।

'*ডাকঘর*' নাটকে রবীন্দ্রনাথ

১৯০৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথ রূপক সাংকেতিক তত্ত্বধর্মী নাট্য রচনা শুরু করেন। ইতিপূর্বে '*প্রকৃতির প্রতিশোধ*' (১৮৮৪) নাটকে তিনি কিছুটা রূপক সাংকেতিক আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ১৯০৮ সালের পর থেকে এক্ষের পর এক নাটক তিনি এই আঙ্গিকে লিখতে শুরু করেন। এই নাটকগুলি হল - '*শারোদৎসব*' (১৯০৮), '*রাজা*' (১৯১০), '*ডাকঘর* (১৯১২), '*অচলায়াতন* (১৯১২), '*ফাল্গুনী*' (১৯১৬), '*মুক্তধারা*' (১৯২২), '*রক্তকরবী*' (১৯২৬), '*তাসের দেশ*' (১৯৩৩), '*কালের যাত্রা*' (১৯৩২), ইত্যাদি। এইসময় রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শান্তিনিকেতনে মঞ্চ তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অভিনয়ের দল গড়ে মঞ্চস্থ করতেন। কখনও কখনও কলকাতায় গিয়েও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতেন তিনি। এইসব নাটকেও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ১৯১১ সালে শারোদৎসব নাটকে সন্ন্যাসী এবং রাজা ও ঠাকুরদাদার যুগ্ম ভূমিকায় অভিনয়, ১৯১৪ সালে অচলায়তন নাটকে অদীনপুণ্যের ভূমিকায় অভিনয়, ১৯১৫ সালে ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অভিনয়, ১৯১৭ সালে ডাকঘর নাটকে ঠাকুরদা, প্রহরী ও বাউলের ভূমিকায় অভিনয়। নাট্য রচনার পাশাপাশি এই পর্বে ছাত্রছাত্রীদের অভিনয়ের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ পুরনো নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে নতুন নামে প্রকাশ করেন। '*শারোদৎসব*' নাটকটি হয় '*ঋনশোধ*' (১৯২১), '*রাজা হয় অরূপরতন*' (১৯২০), '*অচলায়তন*' হয় '*গুরু*' (১৯১৮), '*গোড়ায় গলদ*' হয় '*শেষ রক্ষা*' (১৯২৮), '*রাজা ও রাণী*' হয় '*তপতী*' (১৯২৯) এবং '*প্রায়শ্চিত্ত*' হয় '*পরিত্রাণ*' (১৯২৯)।

'*ফাল্গুনী*' নাটকের একটি দৃশ্য - ১৯১৭

'*তাসের দেশ*' নাটকের অভিনেতাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

পরিচালক রবীন্দ্রনাথ - নাটক '*চিত্রাঙ্গদা*'

১৯২৬ সালে '*নটীর পূজা*' নাটকে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচ ও গানের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এই ধারাটিই তাঁর জীবনের শেষ পর্বে নৃত্যনাট্য নামে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। নটীর পূজা নৃত্যনাট্যের পর রবীন্দ্রনাথ একে একে রচনা করেন '*শাপমোচন* (১৯৩১), '*তাসের দেশ*' (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য '*চিত্রাঙ্গদা*' (১৯৩৬), নৃত্যনাট্য '*চণ্ডালিকা*' (১৯৩৮) ও '*শ্যামা*' (১৯৩৯)। এগুলিও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরাই প্রথম মঞ্চস্থ করেছিলেন।

চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

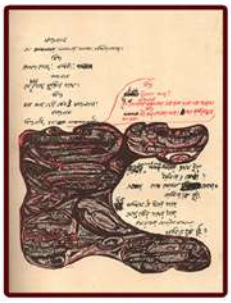

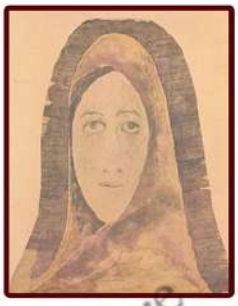

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত ছবি আঁকা শুরু করেন প্রায় সত্তর বছর বয়সে। চিত্রাঙ্কনে কোনো প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। প্রথমদিকে তিনি লেখার হিজিবিজি কাটাকুটিগুলিকে একটি চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই পচেষ্টা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার সূত্রপাত ঘটে। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ কালপরিধিতে অঙ্কিত তাঁর স্কেচ ও ছবির সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপর। দক্ষিন ফ্রান্সের শিল্পিদের উৎসাহে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয় প্যারিসের পিগাল আর্ট গ্যালারিতে। এরপর সমগ্র ইউরোপেই কবির একাধিক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ছবিতে রং ও রেখার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ সংকেতের ব্যবহার করতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য চিত্রকলার পুনরুত্থানে আগ্রহী হলেও তাঁর নিজের ছবিতে আধুনিক বিমূর্ত ধর্মিতাই বেশী প্রস্ফুটিত হয়েছে। মূলত কবি-কলমে আঁকা স্কেচ জলরং ও দেশজ রঙের ব্যবহার করে তিনি ছবি আঁকতেন। তাঁর ছবিতে দেখা যায় মানুষের মুখের স্কেচ, অনির্ণেয় প্রানীর আদল, নিসর্গদৃশ্য, ফুল, পাখি ইত্যাদি। তিনি নিজের প্রতিকৃতিও এঁকেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক ও বর্ণ পরিকল্পনার দিক থেকে তাঁর চিত্রকলা বেশ অদ্ভুত ধরণেরই বলে মনে হয়। তবে তিনি একাধিক অঙ্কনশৈলী রপ্ত করেছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি শৈলী হল - নিউ আয়ারল্যান্ডের হস্তশিল্প, কানাডার (ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশ) পশ্চিম উপকূলের "হাইদা" খোদাইশিল্প ও ম্যাক্স পেকস্টাইনের কাঠখোদাই শিল্প।

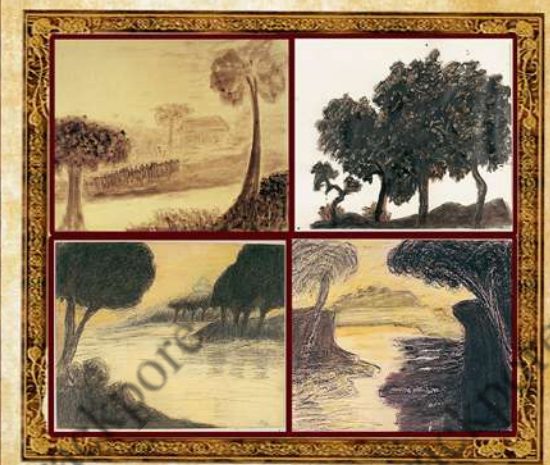

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ

জীবনের শেষ চার বছর ছিল গুরুদেবের ধারাবাহিক শারীরিক অসুস্থতার সময় তবু তাঁর সাহিত্যসাধনার বিরাম ছিল না। এই সময়ের মধ্যে দুই বার অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল তাঁকে। এই সময় পর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ছিল মৃত্যুচেতনাকে কেন্দ্র করে সৃজিত কিছু অবিস্মরনীয় পঙক্তিমালা। *'নবজাতক'*, *'সন্ধি'*, *'ছেলেবেলা'*, *'তিন সঙ্গী'*, *'রোগশয্যায়'* এবং *'আরোগ্য'* - এই সাহিত্যগুলি কবির জীবনের শেষ পর্যায়ের অন্যতম সৃষ্টি।

মহাজাতি সদনে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, আগস্ট, ১৯৩৯

সম্মুখে শান্তি পারাবার,
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।
তুমি হবে চিরসাথী,
লও লও হে ক্রোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতির ধ্রুব-তারকা।
মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া,
হবে চির পাথেয় চিরযাত্রার।
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়
পায় অন্তরের নির্ভয় পরিচয়,
মহা অজানার।।

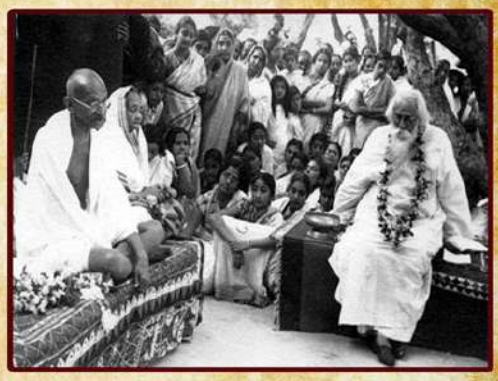

শান্তিনিকেতনের আম্রকাননে 'গুরুদেব' কর্তৃক 'মহাত্মা'-র সংবর্ধনা

১৯৩৯সালে আগষ্ট মাসে সুভাষচন্দ্রের আমন্ত্রণে কবি মহাজাতি সদনে (রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত নাম) ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। ১৯৪০ সালে গান্ধীজী সস্ত্রীক গুরুদেবের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসায় কবি তাঁকে সংবর্ধিত করেন। এই ছিল গুরুদেব ও মহাত্মার অন্তিম সাক্ষাৎ। ১৯৪০ সালের ৭ই আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট. উপাধি প্রদান করেন। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কবির ৮১ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে একটি উৎসব হয়। এই জন্মোৎসবেই কথিত হল তাঁর সর্বশেষ ভাষণ - 'সভ্যতার সংকট'।

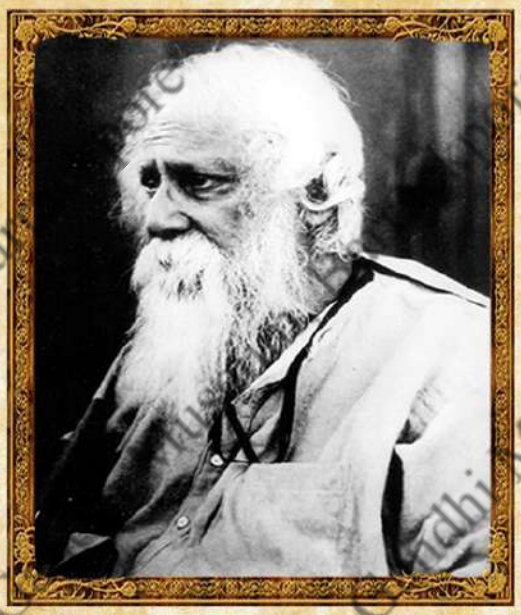

বার্ধক্য কবির দেহকে পরাজিত করলেও কিন্তু অন্তর তাঁর চিরকালই ছিল নবীন। তাঁর মনের একটি দলও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মলিন হয়নি। দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করলেও মৃত্যুর সাত দিন আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিশীল ছিলেন। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) জোড়াসাঁকোর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ।

শান্তিনিকেতনে শেষ জন্মদিবস পালন, এপ্রিল, ১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী, শান্তিনিকেতন, ১৯৪০

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে, ৭ই আগস্ট, ১৯৪০

শেষ যাত্রা

২৫শে বৈশাখ ও ২২শে শ্রাবণ - এই দুইয়ের মধ্যেকার অশীতিরুদ্রাক্ষের মালা ঠেকল এসে অন্তিম গ্রন্থিতে। সেদিন ছিল রাখী পূর্ণিমার তিথি। জন্ম ও মরণে, বন্ধনে ও মুক্তিতে মিলে সেদিন যে অলৌকিক জীবনের রাখী বাঁধা সারা হল, তার পূর্ণতার প্রসাদ রইল সকল কাল ও সকল দেশের উদ্দেশ্যে।

সুদীর্ঘ বিস্তৃত জীবনী প্রদর্শনী করেও রবীন্দ্রনাথের সত্যকার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কবিগুরু নিজেই সেকথা লিখে রেখে গেছেন - 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'। তাঁর সেকথা স্মরণ করেই রবীন্দ্র জীবনীমূলক এই প্রদর্শনী বারাকপুরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের পক্ষ থেকে গুরুদেবের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের এক স্বল্প প্রয়াস মাত্র।

Gandhi Museum, Barrackpore

অস্পষ্ট দীপ্তির প্রারম্ভ (১৮৬৯ - ১৮৯৩)

গুজরাটের অন্তর্গত পোরবন্দর শহরে ইংরাজী ১৮৬৯ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়। আরবসাগর বিধৌত পোরবন্দর ছিল সুউচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত। সুদামাপুরী নামে পরিচিত এই অঞ্চলটির পরিবেশই ছিল কৃষ্ণকথায় ও বৈষ্ণবভাবে পরিপূর্ণ এবং স্বভাবতই অসংখ্য মন্দির বেষ্টিত। প্রায় প্রতি গৃহেই পৃথক পূজা মণ্ডপ ও তুলসী মঞ্চ দেখা যেত। কিন্তু অন্যান্য ধর্মীয় অঞ্চলের তুলনায় এই স্থানটির মধ্যে সারগ্রাহী একটি বিশেষ ঐতিহ্য ছিল; যেমন পোরবন্দরের একটি হাভেলিতে রামের সঙ্গে রহিমের নামও উচ্চারিত হত। ধর্মীয় নানা উৎসব সারা বছর ধরেই অনুষ্ঠিত হত। স্থানীয় অধিবাসীরা ছিলেন স্বভাবতই ধর্মভাবাপন্ন অথচ উদ্দীপনাময় কর্মঠ, স্বাধীনচেতা ও গভীর ব্যবসা বুদ্ধি সম্পন্ন, এবং তাদের উপরে সমুদ্রের একটি সর্বাত্মক প্রভাব ছিল। এরূপ পরিবেশ এবং পরিজনের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম।

EARLY GLIMMERINGS (1869 - 1893)

Porbandar was the 'Capital' of the principality of Porbandar, in the sub-province of Kathiawar, in the province of Gujarat, where Mohandas Karamchand Gandhi was born in 1869. It was surrounded by thick and high walls washed by the Arabian Sea. Otherwise known as Sudamapuri, the region was saturated with the Krishna legend and vaisnavaite trends and sentiments and was naturally abounded with temples, almost every house having its own place of worship and Tulsi plant. But in striking contrast with other religious places, it had a strong eclectic tradition, for instance Porbandar even boasted of a Haveli where the name of Ram was chanted with Rahim's. Religious festivals were held throughout the year. The inhabitants were naturally religious, yet ardent, active, independent minded and commercially keen, the sea having powerful influence on them. Such was the environment and stock from which Mahatma Gandhi sprang.

১৮৭৫ সালে গান্ধীজীর প্রথম প্রাপ্ত ছবি

The earliest known portrait of Gandhiji in 1875

গান্ধীজীর পিতা করমচাঁদ উত্তমচাঁদ গান্ধী - পোরবন্দর, রাজকোট ও ভ্যাঙ্কানের রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন এবং গান্ধীজীর ভাষায় "সত্যবাদী, সাহসী এবং উদার হৃদয় ছিলেন"

Karamchand Uttamchand Gandhi - his father, served as a Prime Minister of Porbandar, Rajkot and Vankaner, was "....truthful, brave and generous"

পোরবন্দরের এই বাড়ীতে গান্ধীজী জন্মগ্রহণ করেন

The house at Porbandar, where Gandhiji was born

গান্ধীজীর মা পুতলীবাঈ - তাঁর পবিত্র এবং ধর্মপরায়ণ জীবন গান্ধীজীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল

Gandhiji's mother Putlibai - was a pious woman and left a deep impress on her son's mind

লণ্ডনে আইনের ছাত্র - প্রায় ১৯ বছর বয়সে (১৮৮৮) আইন পড়ার জন্য গান্ধীজী ইংল্যান্ড গমন করেন

Gandhiji as a law student in London - He was nearly nineteen (1888) when he went to England for higher studies

নিরামীষভোজী সমিতির সভ্যগণ সহ লন্ডন, ১৮৯০

(গান্ধী পরিবার গোঁড়া বৈষ্ণব হওয়ার জন্য নিরামীষভোজী ছিলেন এবং গান্ধীজী বিলেত যাবার প্রাক্কালে তাঁর মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেন তিনি বিলেতে মাংস স্পর্শ করবেন না। পরে তিনি আপন ইচ্ছা ও আন্তরিক বিশ্বাসে নিরামীষভোজী হন বিশেষ করে হেনরী সল্ট লিখিত 'নিরামীষ ভোজনের জন্য আবেদন' বইটি পাঠ করে)

With the Members of the Vegetarian Society, London, 1890

(Gandhiji's family was vegetarian, being devout Vaisnavas and while going to England he promised not to eat meat to his mother. But later on he became vegetarian by choice and also conviction, mainly after reading Henry Salt's 'A Plea for Vegetarianism')

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর

কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore

Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশে উষার আলো

(১৮৯৪ - ১৯১৪)

১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে গান্ধীজি ব্যবসায়িক কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন। সেখানে শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক ভারতীয়দের উপর অত্যাচার, অবিচার, তাঁর অন্তরকে বিক্ষুব্ধ করে ও এইসব অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই খানেই "সত্যাগ্রহ" আন্দোলনের সুএপাত।

DAWN OVER THE DARKLAND

(1894 - 1914)

Gandhiji went to South Africa in April, 1893 on a professional call. Here he came into a confrontation with oppressive forces of racial prejudices. The humiliating plight of the Indians agitated his mind and he started movement to eradicate unjust measures and regulations to improve the Indians' lot. Herein evolved the "Satyagrahamovement.

ভারতীয় শুশ্রূষাকারী সেবাদলের সঙ্গে, বুয়র যুদ্ধ,১৮৯৯

With the members of Indian Ambulance Corps, Boer War, 1899

ফিনিক্স আশ্রমবাসী

Phoenix Ashram Group

ভোকরাস্ট সীমান্তে সত্যাগ্রহীরা বাধাপ্রাপ্ত

Satyagrahis stopped at Volksrust Border

গান্ধীজির মতে যে আদর্শ আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয় না তা মূল্যহীন। সাম্যের ভিত্তিতে সমষ্টি জীবনযাপন করার আদর্শেই ডারবানের নিকট ফিনিক্স আশ্রম ও পরে জোহান্‌স্‌বার্গে টলস্টয় ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

Gandhiji could not profess on ideal without practising it. The ideal of community living on equal basis led to the foundation of the Phoenix Settlement near Durban and later on Tolstoy Farm at Johannesburg

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহীর পোশাকে

In Satyagrahai dress in South Africa

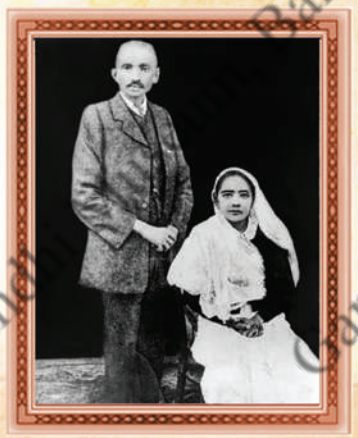

দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগের প্রাক্কালে কস্তুরবা গান্ধীর সঙ্গে, ১৯১৪

With Kasturba Gandhi, prior to his departure from South Africa, 1914

গান্ধীজী তাঁর একটি বিদায় সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দিচ্ছেন,

Gandhiji addressing a farewell meeting, Durban

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর

কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore

Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

মহাত্মাজীর প্রকাশ
(১৯১৫ - ১৯৩২)

THE EMERGENCE OF THE MAHATMA
(1915 - 1932)

আমেদাবাদে বস্ত্রকল মালিকদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সময়ে (গান্ধী টুপি পরিহিত), মার্চ, ১৯১৮

During strike for wage – increase of mill operators at Ahmadabad (also in Gandhi Topi), March, 1918

খেড়া সত্যাগ্রহের সময়ে, ১৯১৮

At the time of Kheda Satyagraha, 1918

গান্ধীজী ইন্দিরা নেহেরুকে (পরবর্তী পর্যায়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী) আদর করছেন - ১৯২৪ সালে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক দঙ্গার বিরুদ্ধে ২১ দিনের অনশনের সময়ে, দিল্লী

Gandhiji caressing Indira Neheru (later on Smt. Indira Gandhi) - during his 21 day's fast undertaken at Delhi as a penance for communal disturbance, 1924

গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দীনবন্ধু এনড্রুস, শান্তিনিকেতন, মে, ১৯২৫

Gandhiji, Rabindranath Tagore & Andrews at Shantiniketan, May, 1925

ডান্ডির পথে ৭৮ জন সত্যাগ্রহী, ১২ই মার্চ, ১৯৩০

At the head of 78 Satyagrahis, during the Dandi March, 12th March, 1930

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে, লন্ডন, সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

At the 2nd Round Table Conference, London, September, 1931

প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন-এর সঙ্গে; শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সহ, সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

With the great Comedian Charlie Chaplin; also presented Mrs. Sarojini Naidu, September, 1931

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

ভারত ছাড়ো
(১৯৩৩ - ১৯৪২)

QUIT INDIA
(1933 - 1942)

বাদশাহ খান (সীমান্ত গান্ধী) ও পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু সহ
দিল্লী, ১৯৩৭
With Badshah Khan (Frontier Gandhi) & Pt. Jawaharlal Nehru in Delhi, 1937

হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে, ১৯৩৮ - বাম দিক থেকে
পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, জয়রামদাস দৌলতরাম,
সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু,
মথুরাদাস ত্রিকমদাস ও মহাত্মা গান্ধী
At the Session of the Haripura Congress, 1938 – from the left side Pt. Jawaharlal Nehru, Jayram Daulatram, Sardar Ballavbhai Patel, Subhaschandra Basu, Mathuradas Trikamdas & Mahatma Gandhi

মহম্মদ আলি জিন্না-র সঙ্গে আলোচনার সময়,
বোম্বে (মুম্বাই), ১৯৩৯
Gandhiji & Md. Ali Jinnah during talks, Bombay (Mumbai), 1939

রাজকোটে ঐতিহাসিক অনশন শুরুর প্রাক্কালে,
মার্চ, ১৯৩৯
The last meal before Gandhiji began his historic fast at Rajkot, March, 1939

মার্শাল চিয়াং-কাই শেক-এর সঙ্গে,
কলকাতা (বিড়লা ভবন), ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২
With Marshal Chiang Kai-shek, Calcutta (Birla Bhavan), February, 1942

শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে,
১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০
With Rabindranath Tagore at Santineketan, 18th February, 1940

চরকায় সুতো কাটায় রত
Spinning on a Box Charkha

আগা খাঁ প্রাসাদ, পুনা - আগষ্ট, ১৯৪২ থেকে মে, ১৯৪৪
পর্যন্ত গান্ধীজী এখানে অন্তরীণ থাকেন
The Aga Khan Palace , Poona – Gandhiji kept interned here from August, 1942 to May, 1944

"ভারত ছাড়ো" অধিবেশনে বন্দে-মাতরম সঙ্গীত পরিবেশন,
৮ই আগষ্ট, ১৯৪২
Bande-Mataram being performed, "Quit India" Session, 8th August, 1942

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum
14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

অমৃতের পথে
(১৯৪৩ - ১৯৪৮)

ON PILGRIMAGE
(1943 - 1948)

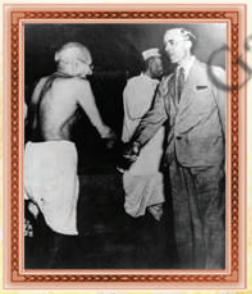

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্-এর সঙ্গে গান্ধীজী, ভাঙ্গী কলোনী, দিল্লী, ১৯৪৬
Gandhiji with Sir Stafford Cripps, Bhangi Colony, Delhi, 1946

গান্ধীজীর বাংলা লেখা
Bengali Hand Writing of Gandhiji

ক্যাবিনেট মিশনের ভারত সফরকালে লর্ড পেথিক লরেন্সের সঙ্গে গান্ধীজী, ১৯৪৬
During the visit of the Cabinet Mission Gandhiji with Lord Pethic Lawrence, 1946

নোয়াখালিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে, (১৯৪৬ - ১৯৪৭)
During the communal riot in Noakhali, (1946 – 1947)

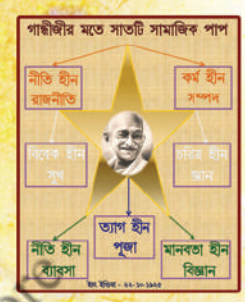

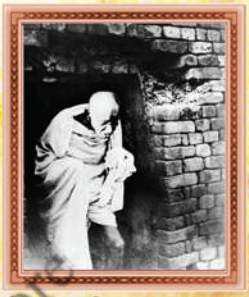

বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে, ১৯৪৭
The communal frenzy in Bihar, 1947

প্রার্থনায় যাওয়ার পথে, বিড়লা বাড়ী, দিল্লী, ১৯৪৮
Walking up to the Prayer-Ground, Birla House, Delhi, 1948

"MY LIFE IS MY MESSAGE"
- Mahatma Gandhi

শোক যাত্রা ইন্ডিয়া গেট অতিক্রম করছে, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৪৮
Funeral Procession leaving the India Gate, 31st January, 1948

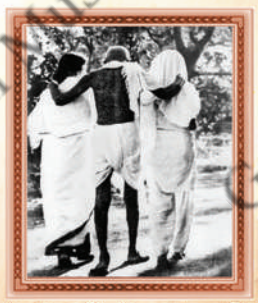

"আমার জীবনই আমার বাণী"
- মহাত্মা গান্ধী

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum
14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

''জন্মগত – নেতা''
(১৮৯৭ – ১৯১৭)

উড়িষ্যার কটকে এক স্বচ্ছল, যৌথ পরিবারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জন্মগ্রহন করেন। অত্যন্ত বয়সেই তাঁর ভবিষ্যত মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে 'জন্ম-নেতা' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কৈশোরেই পরমসত্য-কে জানার ও পাবার আকাঙ্খা তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল, যা অন্যান্যদের থেকে তাঁকেপৃথক করেছে। অবশ্য এটি তাঁকে অন্তমুখীও করেছিল।

বালক নেতাজী
Netaji as a boy

THE LEADER BORN
(1897 - 1917)

Born subhas chandra Basu in an afflient joint family, Netaji showed enough glimpse of his future greatness in childhood. His craving and searching for the ultimate reality, even in his teens, marked him out from the ordinary, but made him an introvert also.

পিতা-জানকীনাথ বসু
Father: Janakinath Basu

নেতাজীর জন্মস্থল কটকের জানকীনাথ ভবন
jankinath Bhavan at Cuttak where Netaji was Born

মাতা- প্রভাবতী দেবী
Mother - Pravabati Devi

" সারাজীবন আমি ছিলাম ভারতের সেবক.....এবং আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাই থাকবো.... আমার আনুগত্য ও বশ্যতা চিরকাল কেবল ভারতের প্রতিই ছিল এবং থাকবে.... পৃথিবীর যে প্রান্তেই আমি থাকি না কেন''

"Throughout my life I have served my country - india and till my last breadth I would remain so ... my allegiance and submission had always been towards india and forever ... in whatever part of the world i would be"

১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী
in 1917, army cadet corps

''আমার দেশের মুক্তি
আমার পূজা,
আমার সাধনা,
আমার মুক্তি''

"the freedom of my country is my icon of my worship, my Sadhana, my Deliverence."

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum
14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

অনুপ্রেরণাকারীগণ
THE INSPIRERS

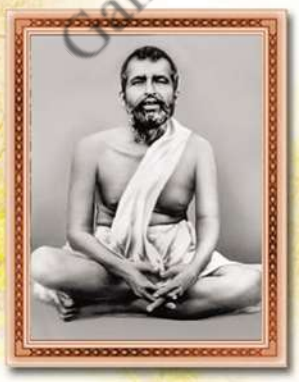

" স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রী রামকৃষ্ণের ভাবনার মধ্যে আমি যে দর্শন পাই, তা আমার প্রয়োজনের কাছাকাছি ছিল এবং আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবনকে পুনর্গঠিত করতে এটি ছিল একটি ভিত্তিভূমি।"

".....Philosophy, which I found in Vivekananda and in Ramkrishna came nearest to my requirements and a basis on which to reconstruct my moral and practical life..."

নেতাজীর প্রধান শিক্ষক
বেণীমাধব দাশ
The Headmaster
Benimadhab Das

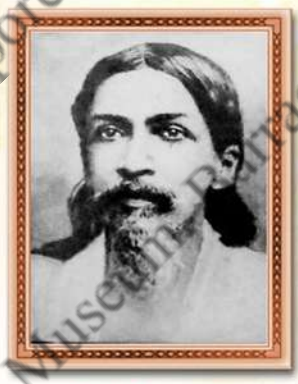

"শ্রী অরবিন্দের দর্শনও
ছিল একটি অনুপ্রেরণা"
The thoughts of Sri Aurobinda exerted a great influence

মুখ্য অনুপ্রেরণাকারী
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
Deshbandhu
Chittaranjan Das
The Mentor

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum
14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

প্রস্তুতির কাল
(১৯১৭ – ১৯২৫)

এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে শাসন ক্ষমতায় অংশীদারত্বের জন্য দেশ ছিল উত্তাল। সুভাষচন্দ্র তাঁর চরম সংকল্প - অনুযায়ী এক লোভনীয় বৃত্তি পরিত্যাগ ও সর্বত্যাগীয় জীবন গ্রহন করে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। " চলো দিল্লী" পর্বের সূচনা হলো।

ইংল্যান্ডে বন্ধুর সঙ্গে ,১৯১৯
With Friends in England, 1919

মান্দালয় (বার্মা, বর্তমান মায়ানমার) জেলে, ১৯২৬
In Mandalay (Burma, presently Myanmar) prison, 1926

কলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য কার্যনির্বাহী প্রশাসক (১৯২৪)
The chief executive officer, Calcutta Corporation (1924)

অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামী (১৯২৫- ১৯৩৭)

গতিময়তার প্রতিমূর্তি সুভাষচন্দ্র তাঁর মূল লক্ষ্য ভারতমাতার শৃঙ্খলমোচন বিষয়ে কোন আপস করেননি, এবং এই ব্যাপারে শুধু দেশেই নয় - বিদেশেও তাঁর নানাবিধ আন্দোলনমুখী কার্যক্রম তাঁকে পৃথিবীর এক অন্যতম প্রবল জনচিত্ত আকর্ষণকারী নেতায় পরিণত করে। কষ্ট ও কারাবাস তাঁর চিরসাথী হয়ে ওঠে।

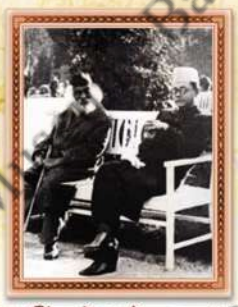

ভিয়েনায় বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে (১৯৩৩)
With Vitalbhai Patel in Vienna (1933)

"তরুনের স্বপ্ন"
"The dreams of youth"

We have a particular religion of our own and we always follow its precepts. we are votaries of whatever is new, whatever is vital and whatever has not ben tested before. we bring newness into the old. Motion into matter, novelty into maturity and the infinite into the finite

আমাদের একটা বিশিষ্ট ধর্ম আছে - সেই ধর্মই আমরা অনুসরণ করি। যাহা সরস, যাহা অনাস্বাদিত - তাহারই উপাসক আমরা। আমরা আনিয়া দিই পুরাতনের মধ্যে নতুনকে, জড়ের মধ্যে চঞ্চলকে, প্রবীণের মধ্যে নবীনকে, এবং বন্ধনের মধ্যে অসীমকে।

THE FORMATIVE YEARS
(1917 - 1925)

The nation was in turmoil in the late 19th asking for a share of the governance. Subhas Chandra, as was his ultimate desting, plunged himself into the national activities embracing the life of a renuncier, leaving behind the highly lucrative material prosperity that came his way. the saga of "Chalo Delhi" began

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক নতুন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসুকে মালা দিয়ে অভিবাদন
The Past President Pt. Jawaharlal Neheru garlanding the new President Subhas Chandra Basu

The stormy petrel (1925- 1937)

Dynamism personified, Subhas Chandra never compromised with his ultimate goal-liberation of his motherland, and a flurry of activities took him not only to all the parts of his country but outside, which also established him as one of the most charismatic leaders ever born. Jail and suffering become his constant companions.

১৯২৮, কলকাতা জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি পন্ডিত মতিলাল নেহেরু কর্তৃক অভিবাদন গ্রহন - বামপার্শ্বে সুভাষচন্দ্র বসু ও ডানপার্শ্বে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
Calcutta congress, 1928 President Pt. Motilal Nehru taking the salute from the congress Volunteer Corps- on the left side Subhas Chandra Basu & on the right side is Deshpriya Janindramahon Sengupta

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

বিদ্রোহী সভাপতি

(১৯৩৮ – ১৯৪০)

জন্মবিদ্রোহী সুভাষচন্দ্রের বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ে ছিল নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, এবং এই বিষয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিরোধ তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করতে পারেনি। এই শতাব্দীর ত্রিশ দশকের শেষ দিকে পৃথিবীর ইতিহাস ছিল যখন দোদুল্যমান সুভাষচন্দ্র দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনে তখন এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে আগ্রহী হয়ে ছিলেন। স্বদেশ ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

THE REBEL PRESIDENT

(1938 - 1940)

A born rebel, Subhas Chandre had his own reading of events, measures and follow ups. the world-history in the late thirties stood on a balance and Subhas Chandra had a desire to utilize the situation even through it might not conform to other leaders' line of thinking. A new chapter in the country's history was in offing.

সোদপুরে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে
In Sodepur with
Dr. Rajendra Prasad

হরিপুর কংগ্রেস - অধিবেশনে (১৯৩৮) - গান্ধীজীর বাম পাশে মঞ্চে উপস্থিত সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, প্রমুখ
Haripura Congress in session, 1938 - sitting on the dais, on the left Gandhiji Subhas Chandra Basu, the President, Sardar Ballabbhai Patel, Pt. Jawaharlal Nehru, Maulana Abul Kalam Azad, Etc

জেল থেকে মুক্তির পর তাঁর মা ও অগ্রজ ভ্রাতা শরৎ বসুর সঙ্গে, ডিসেম্বর ১৯৪০.
With his mother & elder brother Sarat Chandra Basu after release from the prison, December 1940

সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে পদত্যাগ পেশ করছেন
Submitting his resignations as President to the All India Congress Committee (Calcutta 1939)

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্বর্ধনা, জানুয়ারী, ১৯৩৯
Reception by Tagore at Shantiniketan January, 1939

মহাজাতি সদন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে (১৯৩৯)
At the foundation - laying ceremony of Mahajati Sadan (1939)

নেতাজী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ:
" তোমার রাজনৈতিক সাধনার প্রত্যুষকাল থেকেই আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রেখেছি ..মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তচ্ছটার ন্যায় আজ তুমি প্রতিভাত হচ্ছো। "

Rabindranath Tagore on Netaji:
"Subhas Chandra, I have watch the dawn that witnessed the beginning of your practical - sadhana
Today you are revealed in the pure light of mid-day Sun."

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ বাহিনী
(১৯৪১ – ১৯৪৫)

চূড়ান্ত পরিণতির দিন এসে গেল। ১৯৪১ সালের ১৬ - ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যরাত্রে সুভাষচন্দ্র গৃহত্যাগ করলেন - ভারতের বাহিরে থেকে সৈন্যদল সংগ্রহ করে ব্রিটিশ দখলদারের উপরে চূড়ান্ত আঘাত সংঘটিত করতে। নেতাজী এবং আজাদ-হিন্দ ফৌজের দেশের স্বাধীনতা আনয়নে বীরগাথা ও আত্মত্যাগ এই দেশের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত।

THE NETAJI AND HIS I.N.A.
(1941 - 1945)

The day of the final reckoning arrived. On the night of 16th - 17th January, 1941, Subhas Chandra left his homeland, finally for East Asia via Europe and Germany for the final assault on his country's occupiers, leading his historic Indian National Army, a dimension hardly occurred in history. The exploits of Netaji and the Azad Hind Fouj. (I.N.A.), their courage and sacrifice that hastened the country's freedom, will be ever be written in gold in the annals of this land.

বার্লিনে পৌছানোর মুহূর্তে ১৯৪১

On arrival in Berlin, 1941

আজাদ-হিন্দ্-বাহিনীর একটী প্রশিক্ষণ শিবিরে একজন জার্মান অফিসারের সঙ্গে

With a German officer at an I.N.A Training Center

জার্মানীতে অপর একটী প্রতিকৃতি

Another portrait in Germany

হিটলারের সঙ্গে

Meeting Hitler

জার্মানীতে আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর একটী প্রশিক্ষণ শিবিরে (১৯৪২)

At a training camp of the Azad- Hind - Fouj in Germany, 1942

জার্মানীতে আজাদ-হিন্দ-বাহিনীর পদস্থ কর্মীদের সঙ্গে

With I.N.A Officer in Germany

ডুবো জাহাজে
কর্ণেল আবিদ হাসানের সঙ্গে, ১৯৪৩

With Col. Abid Hassan in a submarine, 1943

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়
১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum
14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

বৃহৎ পূর্ব- এশিয়া আলোচনা সভায় ভাষণরত, টোকিও, ১৯৪৩
Addressing at the Greater East - Asia Conference in Tokyo, 1943

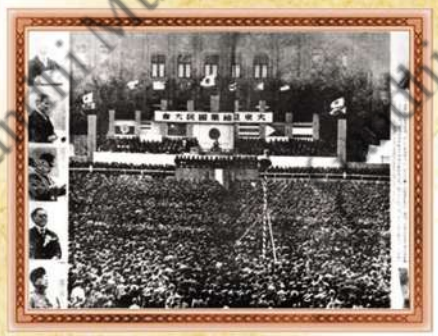

এশিয়াবাসীয়দের একটি জনসভায় ভাষণরত
Addressing the Assembly of Asians

প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কর্তৃক নেতাজীকে আজাদ-হিন্দ- এর নেতৃত্ব সমর্পণ
Eminent Revolutionary Rashbehari Basu hanging over the leadership of the Azad- Hind to Netaji

নেতাজী এবং তাঁর মন্ত্রী সভা
Netaji and his Cabinet

নেতাজী তাঁর উচ্চপদাধিকারীদের সঙ্গে - এ. সি. চ্যাটার্জী, এম. জেড. কিয়ানি, হাবিবুর রহমান
Netaji with his Senior officers - A. C. Chaterjee, M Z. Kiani, Hubibur Rahaman

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, আজাদ-হিন্দ্-বাহিনীর পদাধিকারী এবং ক্যাডেটদের সঙ্গে
Netaji Subhash Chandra Basu together with INA Officers & Cadets

আজাদ-হিন্দ-বাহিনী পরিদর্শনরত
Reviewing the Mechanical Unit of the I.N.A.

ঝাঁসীর রাণী বাহিনী পরিদর্শনরত
The Rani of Jhansi Regiment of the I.N.A.

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

"দিল্লী চলো"

আন্দামান উপকূল থেকে ভারতবর্ষ দর্শন
Looking towards India from the Coast of Andamans

আন্দামান উপকূলে অবতরণ, ডিসেম্বর, ১৯৪৩- জাপানী নৌ-সেনা কর্তৃক অভ্যর্থনা
Arrival in Andaman Islands, December, 1943- Reception by Japanese Admiral

আজাদ-হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
The Leader of the I.N.A

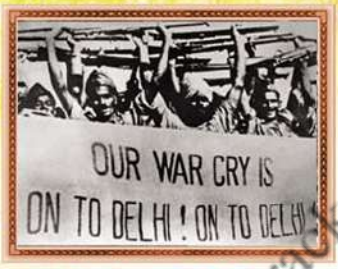

নেতাজীর প্রতি সেনাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া
The Army's Response to Netaji

রণক্ষেত্রে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী
I.N.A on the march

সেলুলার জেল পরিভ্রমণ
Visiting the Cellular Jail

সাইগন বিমানবন্দরে, শেষপ্রাপ্ত ছবি (১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫)
Last available Photograph at Saigon Airport (17th Aug. 1945)

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর
কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore
Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore

মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ইতিহাসের দুই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রবল জনচিত্ত আকর্ষণকারী নেতা মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অনন্য। মত ও পথের সাদৃশ্য ও বৈশাদৃশ্য থাকলেও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ভালবাসা ও শ্রদ্ধার, যার ফলে গান্ধীজীর যেমন নেতাজীকে "আমার পুত্রে ন্যায়" বলে ঘোষণা করতে ইতস্ততঃ বোধ হয়নি তেমনি নেতাজীও গান্ধীজীকে "জাতির জনক" এবং কস্তুরবা গান্ধীকে "ভারতীয় জনগণের মাতা" রূপে ঘোষণা করতে কোন দ্বিধা হয়নি।

THE MAHATMA AND THE NETAJI

Two of the greatest charismatic leader's history Could produce, Mahatma Gandhi and Netaji Subhas Chandra Basu had a unique relationship between themselves. Similarities and dissimilarities could be marked in their ideas and methods, but their personal relationship was one of mutual love and regard for which Gandhi had no hesitation in declaring " Netaji was like a son to me" and Netaji could proclaim "Mahatmaji" as the 'Father of the nation ' and Kasturba Gandhi as the 'Mother to the Indian people'.

নেতাজী প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী

"আজাদ-হিন্দ্- ফৌজের যাদু আমাকে সম্মোহিত করেছে। নেতাজীর নামও যাদুমন্ত্রের মতো। তাঁর দেশপ্রেম অদ্বিতীয়। তাঁর সব কাজেই শৌর্য ও বীর্য বিচ্ছুরিত হয়। -মহাত্মা গান্ধী

সোদপুর রেলস্টেশনে সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীজী, ১৯৩০

Subhas Chandra and Gandhiji at Sodepur Station, 1930

মাহাত্মা গান্ধী প্রসঙ্গে নেতাজী

" ১৯২০ সালে ভারতবর্ষ ছিল এক সন্ধিক্ষণের মুখে। দেশে আন্দোলনের এক নতুন নেতার খোঁজে উৎসুক ছিল। এমন সময় আবির্ভূত হলেন ভারতের নতুন ভাগ্যনিয়ন্তা --- মহাত্মা গান্ধী"

--নেতাজী

GANDHIJI ON NETAJI

"The hypnotism of the I.N.A. has cast its spell upon us. Netaji's name is one to conjure with. His patriotism is second to none. His bravery shines through all his actions.

....Mahatma Gandhi

নেতাজীর কক্ষ পরিদর্শনরত - ১৯৪০

Visiting Netaji's room -1940

NETAJI ON MAHATMA GANDHI

"In 1920 India stood on the crossroads ..... the country was groping for a new method and looking for a new leader. Then there sprang up India's Man of Destiny ..... Mahatma Gandhi."

.....Netaji

গান্ধীজী ও নেতাজী-র অপর একটি আলোকচিত্র

Another photograph of Gandhiji & Netaji

নেতাজী ভবনে মহাত্মা গান্ধী, ১৯৪৬

Mahatma Gandhi at Netaji Bhawan, 1946

গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

১৪, রিভারসাইড রোড, বারাকপুর

কলকাতা ৭০০১২০

Gandhi Memorial Museum

14, Riverside Road, Barrackpore

Kolkata 700120

Gandhi Museum, Barrackpore